**শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা, বুধবার, ১৬ কার্তিক ১৪২৫, ৩১ অক্টোবর ২০১৮

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

উপস্থিত চিকিৎসকবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী।

 আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশে পরি’পাকতন্ত্র এবং লিভার রোগের প্রথম এবং একমাত্র বিশেষায়িত চিকিৎসা কেন্দ্র ‘শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল’ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চারনেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী ত্রিশ লাখ শহিদ ও সম্ভ্রমহারা দু’লাখ মা-বোনকে। যাঁদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা।

**সুধিমন্ডলী,**

 বাংলাদেশের সংবিধানে প্রতিটি নাগরিকের জন্য ৫টি মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে অঙ্গীকার করা হয়েছে। এর মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা অন্যতম। স্বাধীনতার পর পরই জাতির পিতা যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে দেশের স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি নাগরিককেন্দ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যন্ত স্বাস্থ্য কাঠামোকে সম্প্রসারণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চিকিৎসকদের পদমর্যাদা ১ম শ্রেণিতে উন্নীত করেন।

আমরা মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি। আমরা গত ১০ বছরে স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি ও অসংখ্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছি। আমরা স্বাস্থ্যনীতি ২০১১, জনসংখ্যা নীতি ২০১২, জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫ এবং জাতীয় ঔষধ নীতি ২০১৬ প্রণয়ন করেছি।

দেশের সর্বস্তরের জনগণের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলা ভিত্তিক তিনস্তর-বিশিষ্ট স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলেছি। আমরা সাড়ে ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তুলেছি। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোকে ৫০ শয্যায় এবং জেলা হাসপাতালগুলোকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হচ্ছে।

বিনামূল্যে প্রায় ৩০ ধরনের ঔষধ দেওয়া হচ্ছে। হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি অনেক বিশেষায়িত চিকিৎসা, শিক্ষা ও সেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্সেস এন্ড হাসপাতাল স্থাপন ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। জাতীয় নাক-কান-গলা ইনস্টিটিউট স্থাপন করেছি। দেশে বর্তমানে হৃদরোগ, বক্ষব্যাধি, কিডনি রোগ, ইএনটি, চক্ষু, স্নায়ু ও ব্রেইনের রোগের চিকিৎসার জন্য বিশেষায়িত হাসপাতাল চালু রয়েছে।

আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে সেন্টার অফ এক্সিলেন্স হিসেবে গড়ে তুলেছি। এর শয্যা সংখ্যা ১৫শ’তে উন্নীত করা হয়েছে।

আমরা ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট চালু করেছি। গাজীপুরে শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব মেমোরিয়াল হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা এখন সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে পৌঁছে গেছে।

তথ্য ও প্রযুক্তির প্রসারের ফলে সকল জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে মোবাইল ফোনে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানসহ বিভিন্ন হাসপাতালে টেলিমেডিসিন সেবা প্রবর্তন করেছি।

 ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত দেশে নতুন ১৬টি সরকারি ও ৫টি আর্মি মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। মেডিকেল শিক্ষার প্রসারে সর্বমোট ৩৪৫টি নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। চিকিৎসা শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে মোট ১২ হাজার ৮শ’ ৪টি আসন বাড়ানো হয়েছে। গত ১০ বছরে ১২ হাজার ৭শ’ ২৮ জন সহকারী সার্জন এবং ১শ’ ১৮ জন ডেন্টাল সার্জন ও ২০ হাজার নতুন নার্স নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

 বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের প্রায় ৮ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং প্রায় ৭ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এর ফলে চিকিৎসক সঙ্কট হ্রাস পাবে।

 মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস থেকে ৬ মাস করা হয়েছে। শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যু উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ জাতিসংঘের এমডিজি অ্যাওয়ার্ড ও সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছে।

 মানুষের গড় আয়ু ৭২ বছরেরও বেশিতে উন্নীত হয়েছে। পোলিও রোগ নির্মুলকরণে ২০১৪ সালে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে পোলিও মুক্তি সনদ লাভ করেছে। আমরা মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে যাচ্ছি।

**উপস্থিত সুধী,**

 সারা পৃথিবীতেই পরিপাকতন্ত্র, লিভার ও প্যানক্রিয়াস- এর রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। বাংলাদেশেও এসব রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিপাকতন্ত্র এবং লিভারের রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে।

এ অবস্থায় এ সকল রোগে আক্রান্ত জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত, পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ মেডিকেল এবং সার্জিকেল গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট তৈরি এবং গবেষণা পরিচালনা করার লক্ষ্যে ৪ই অক্টোবর ২০১১ সালে শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের প্রকল্পটি একনেকে অনুমোদন করা হয়।

বর্তমান সরকারের গণমুখী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উজ্জল দৃষ্টান্ত হিসেবে সংযোজিত হল শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল।

 শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে রয়েছে ১০ তলা মূল হাসপাতাল ভবন এবং আরও ৪টি ৫ তলা ভবন। ইতোমধ্যে ৩৬৩ জন জনবলের প্রাথমিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

এই গ্যাস্ট্রোলিভার হাসপাতালটিতে রয়েছে আউট-ডোর ও ইমার্জেন্সি কেয়ার এর সুব্যবস্থা, ইন-ডোরে সাধারণ বিছানাসহ কেবিনের সুবিধা। সর্বাধুনিক যন্ত্রে সুসজ্জিত এন্ডোসকপি স্যুট, অপারেশন থিয়েটার, আইসিইউ, এইচডিইউ এর সুবিধা রয়েছে। রোগ নির্ণয়ের জন্য অত্যাধুনিক ল্যাবসহ সর্বাধুনিক ইমেজিং-এর জন্য Three Tesla MRI, CT Scan এর ব্যবস্থা রয়েছে।

 এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে পরিপাকতন্ত্র, লিভার এবং প্যানক্রিয়াস সংক্রান্ত জটিল রোগসমূহের আধুনিক এবং উন্নত চিকিৎসা প্রদান ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হবে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কোর্স চালু করাসহ চিকিৎসক, টেকনোলজিস্ট, নার্স পর্যায়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্ভব হবে। যা দেশে গ্যাস্ট্রোইনটেসটাইনাল সম্পর্কিত রোগের যথাযথ সেবা প্রদানে ভূমিকা রাখবে। এখান থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের রোগীরা অত্যাধুনিক সেবা পাবেন।

**প্রিয় চিকিৎসকবৃন্দ,**

 ১৯৭২ সালের ৮ই অক্টোবর তৎকালীন পিজি হাসপাতালের রক্ত সংরক্ষণাগার বিভাগ এবং নতুন মহিলা ওয়ার্ড উদ্বোধনকালে জাতির পিতা চিকিৎসকদের উদ্দেশে বলেছিলেন “আপনারা ডাক্তার, আপনাদের মন হতে হবে অনেক উদার। আপনাদের মন হবে সেবার, আপনাদের কাছে ছোট বড় থাকবে না। আপনাদের কাছে থাকবে রোগ, কারও রোগ বেশি, কারও রোগ কম। তাহলেই তো সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন হবে এবং মানুষের মনের আপনারা সহযোগিতা পাবেন।”

 চিকিৎসা শুধু একটি পেশা নয়, একটি মহান ব্রত। আপনাদের মধ্যে সেবাদানের মনোভাব তৈরি করতে হবে। প্রতিটি রোগীকে নিজের পরিবারের একজন সদস্য মনে করে সেবা প্রদান করতে হবে। চিকিৎসাসেবার উপর মানুষের আস্থা তৈরি করতে হবে। যাতে মানুষ চিকিৎসার জন্য বিদেশমুখী না হয়।

বিশ্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে। বর্তমানে প্রবৃদ্ধি ৭.৮৬ শতাংশ। দারিদ্র্যের হার ২১.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা ২০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৭৫১ ডলার। আমরা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করেছি। পাবনার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে। আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করছি। মেট্রোরেলের কাজ পুরোদমে চলছে। আমরা ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ গ্রহণ করেছি। ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। এ অগ্রযাত্রা কেউ ব্যাহত করতে পারবে না। এর জন্য প্রয়োজন আপনাদের সহযোগিতা ও সমর্থন।

আমরা ক্ষুধা-দারিদ্য-নিরক্ষরতামুক্ত শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। যে বাংলাদেশে মানুষ রোগ-শোকে ভুগবে না, সব ধরনের মৌলিক অধিকার ভোগ করবে। এ লক্ষ্য অর্জনে চিকিৎসক, নার্স, টেকনিশিয়ান, স্বাস্থ্যকর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আমার বিশ্বাস আপনারা সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন।

সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলব- ইনশাআল্লাহ।

 আমি নবনির্মিত ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...